জাতকের গল্প
ইঁদুর ব্যবসায়ী

নং২৬৯ মূল্য ৩·০০

অমূল্য সম্পদ

C.M.Vitankar

জাতকের গল্প

হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ হিন্দুরা বিশ্বাস করেন প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধেরও মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়েছিল। বুদ্ধত্ব লাভ এবং মানুষকে রোগ, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বোধিসত্ত্ব বারবার জন্মলাভ করেছিলেন।

বিভিন্ন জন্মে বোধিসত্ত্ব কখনো মানুষ, কখনো বাঁদর, কখনো হরিণ, কখনো হাতি আবার কখনো বা সিংহরূপে জন্মলাভ করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর বিভিন্ন আয়ুষ্কালে জ্ঞান, ক্ষমা, মৈত্রী ও সুবিচারের বাণী প্রচার ক'রে গেছেন।

জাতকের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে জ্ঞান, ক্ষমা, মৈত্রী ও সুবিচারের বাণী ছড়িয়ে আছে। গ্রন্থবদ্ধ 'ইঁদুর ব্যবসায়ী' ও 'অমূল্য সম্পদ' কাহিনী দুটি তার ব্যতিক্রম নয়।

অনুবাদ • রাণা বসু ॥ বর্ণলিপি • দেবব্রত ঘোষ

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29 Nathalal Parekh Marg, Bombay 400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor : Anant Pai   Script : Subba Rao

Artworks : Chandrakant D. Rane

ইঁদুর ব্যবসায়ী
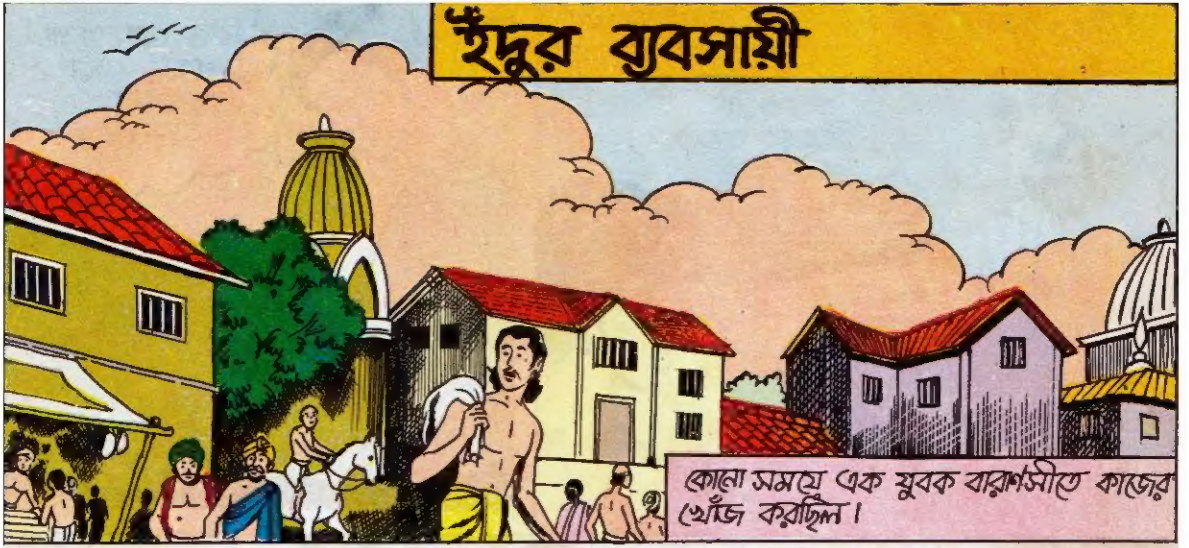
কোনো সময়ে এক যুবক বারাণসীতে কাজের খোঁজ করছিল।

ঘটনাক্রমে রাজ-কোষাধ্যক্ষ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।
রাজকোষ এখন অর্থে পূর্ণ। রাজামশায় তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলো না ভাই, তোমার সাফল্যের হেতু কী?
সূত্রপাত এবং উদ্যম।

ব্যাপারটা তোমায় ব্যাখ্যা করছি। দূরে মরা ইঁদুরটা দেখতে পাচ্ছ?
হ্যাঁ... কিন্তু...

যদি কোনো যুবকের হাতে অর্থ না থাকে, সে ওই মরা ইঁদুরটা দিয়েই ব্যবসা শুরু করতে পারে।

একটা মরা ইঁদুর ব্যবসায় মূলধন? হা! হা! হা!

যুবকটি বিস্ময়ের সঙ্গে মরা ইঁদুরটা দেখতে লাগল।
কথাগুলো নিতান্তই বাজে মনে হচ্ছে ...

...কিন্তু কোষাধ্যক্ষ নিশ্চয়ই জেনে কথাগুলো বলেছেন !
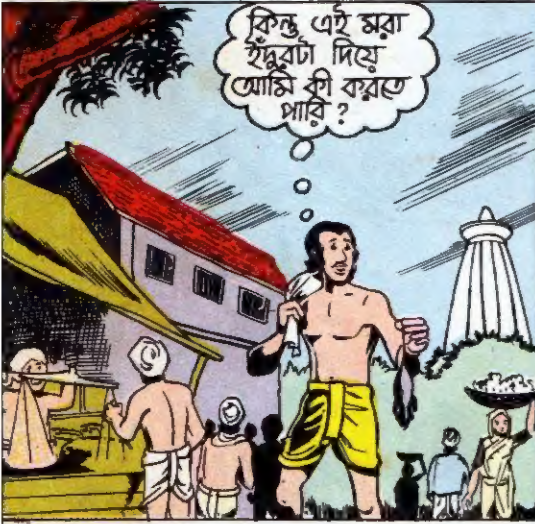
কিন্তু এই মরা ইঁদুরটা দিয়ে আমি কী করতে পারি ?

মরা ইঁদুর কে কিনবে ?

পুসি ! যাস নে, ফিরে আয় !

এখন বুঝতে পারছি
বেড়ালটা কিসের আকর্ষণে
ছুটে গিয়েছিল !

ইঁদুরটা বিক্রি করবে ?
একটা পয়সা
দিতে পারি।

ইঁদুরটা
আপনাকেই বিক্রি
করলুম।

এই আমার
প্রথম
রোজগার !

সামান্য একটা পয়সা দিয়ে
আমি কী করতে পারি ?
কোষাধ্যক্ষ বলেছেন—
মানুষের উদ্যমই তার সব...
দেখা যাক।

ঠিক আছে। এই পয়সাটা দিয়ে এমন কিছু কিনব, যা লোকের কাজে লাগে।

আমাকে এক পয়সার গুড় দিন না।
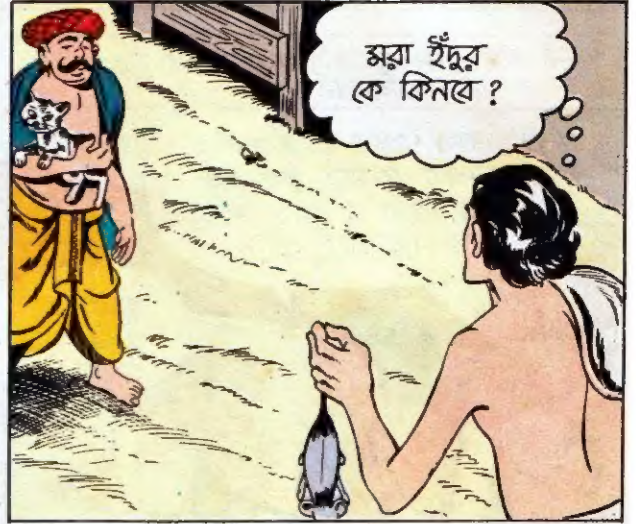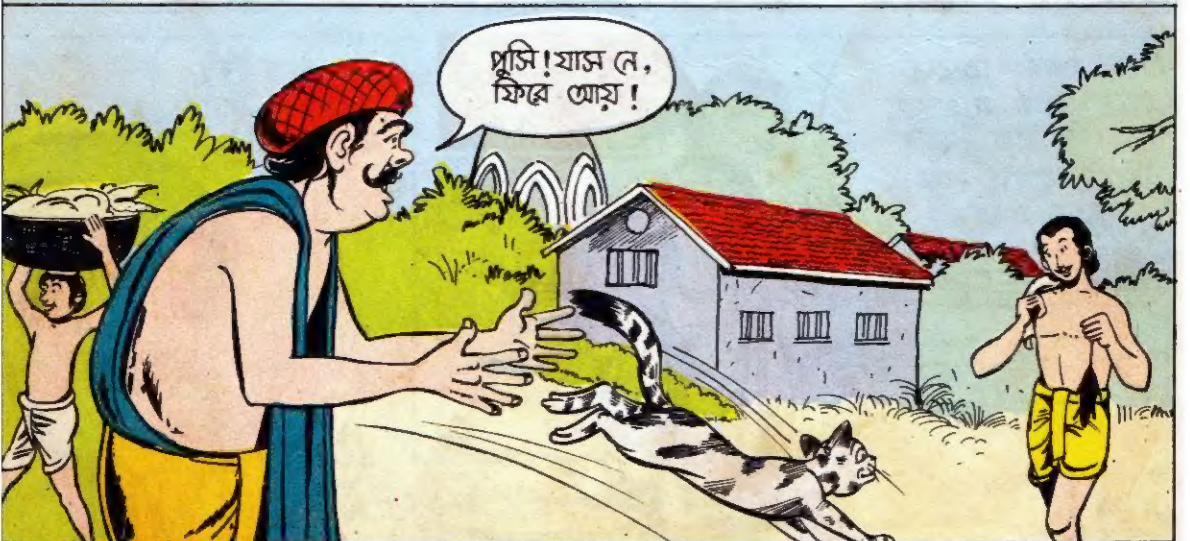
পরদিন সকালে যুবকটি এক কলসি জল আর গুড় নিয়ে শহর প্রান্তে যাত্রা করল।
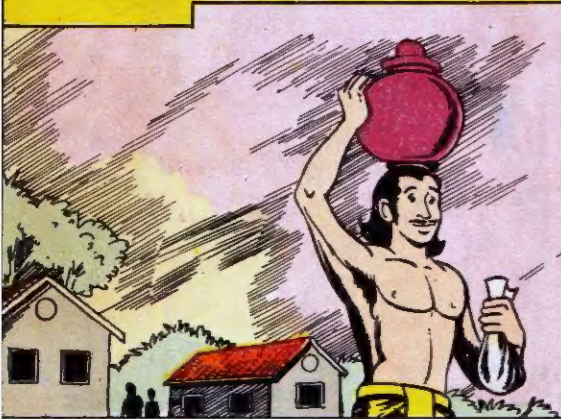
ফুল তোলার শেষে ফুলওয়ালারা এই পথেই ফিরবে। এখানেই অপেক্ষা করি।

ফুলবাগানে সবাই ফুল তুলতে ব্যস্ত।

সারাদিন কাজের শেষে অপরাহ্নে সকলেই শহরে ফেরার জন্য প্রস্তুত।
বড্ড গরম! আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।
যতক্ষণ শহরে না পৌঁছচ্ছি জল পাবার সম্ভাবনা নেই।

ওই, ওরা আসছে!

ভাই, আপনারা খুব তৃষ্ণার্ত। একটু গুড় দিয়ে জল খান।
ধন্যবাদ। তুমি দীর্ঘজীবী হও।

বিনিময়ে তোমাকে একগুচ্ছ ফুলই দিতে পারি...

...এই একগুচ্ছ ফুল তুমি ধর।
অজস্র ধন্যবাদ।

জল খেয়ে কী তৃপ্তিই না হল। এই ফুলগুলো তোমাকে নিশ্চয়ই খুশি করবে।
ধন্যবাদ।

প্রত্যেকটি ফুলওয়ালাই যুবকটির কাছে জল পান করল এবং বিনিময়ে তাকে একগুচ্ছ ফুল উপহার দিল।
আগামীকালও আমাদের জন্যে জল আনতে ভুলো না।
অবশ্যই।

যুবকটি ফুলগুলো নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হল।
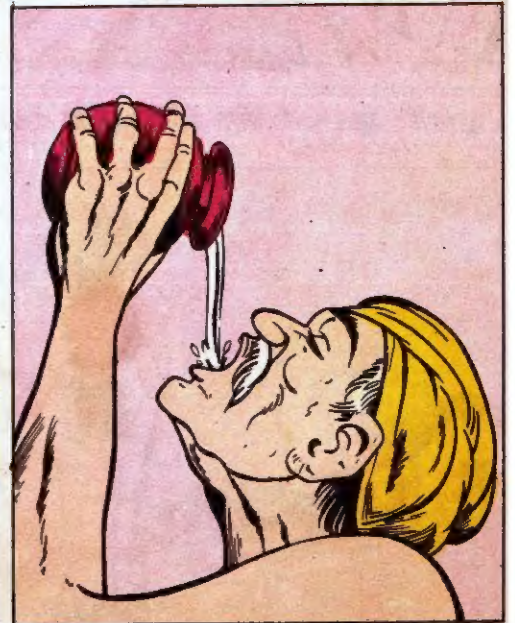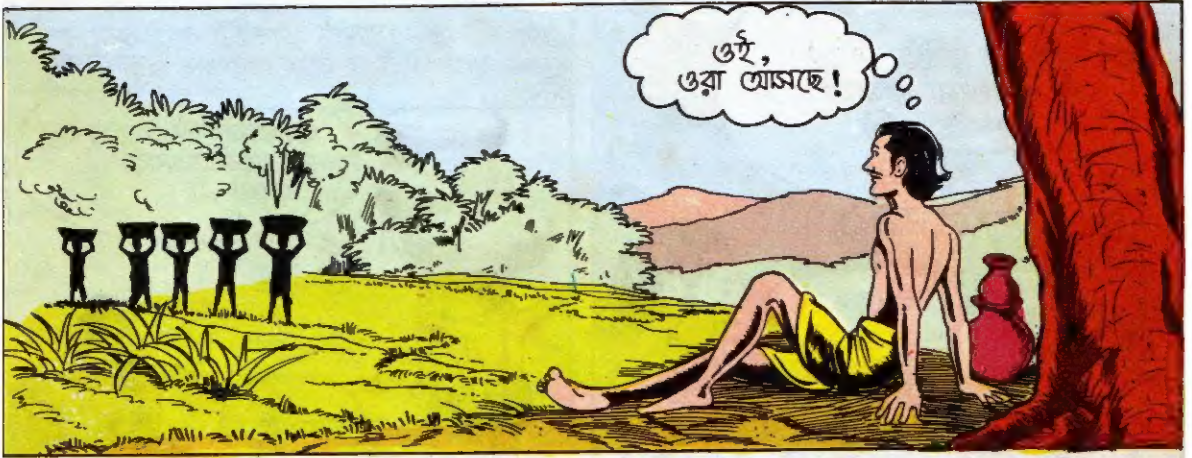
মন্দিরে সে ফুলগুলো বেচল।
এই নাও দাম।
মশায়, এক মিনিট।
আমাকেও একগুচ্ছ ফুল দাও না।

এখন আমার হাতে আটটি তাম্রমুদ্রা।

ফুলবেচা পয়সা দিয়ে যুবকটি একটা বড় কলসি এবং বেশ খানিকটা গুড় কিনল। পরদিন আবার সে শহরের প্রান্তে হাজির হল।
আজ আপনারা একটু বেশি গুড় পাবেন।
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পরে যুবকটি মাঠে যেখানে ঘাস-কাটিয়েরা ঘাস কাটছিল সেখানে গেল।
আপনারা কী তৃষ্ণার্ত?
আমরা সবাই তৃষ্ণার্ত। আমাকে একটু জল দাও।

ভাই, তুমি খুব দয়ালু। আমরা তোমার জন্যে কী করতে পারি?
এই মুহূর্তে কিছু নয়।

সাহায্যের দরকার হলে আমাদের জানাতে দ্বিধা কোর না।

একমাস কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যেবেলায় যুবকটি ঘরে ফিরছে এমন সময় ঝড় বৃষ্টি এল।

ঝড়ের তাণ্ডবে চারদিকে গাছ, ডালপালা ভেঙে পড়ল।
যদি একটা মরা ইঁদুর থেকে পয়সা মেলে, তাহলে এই গাছ, ডালপালা ও পাতাগুলো দিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়।
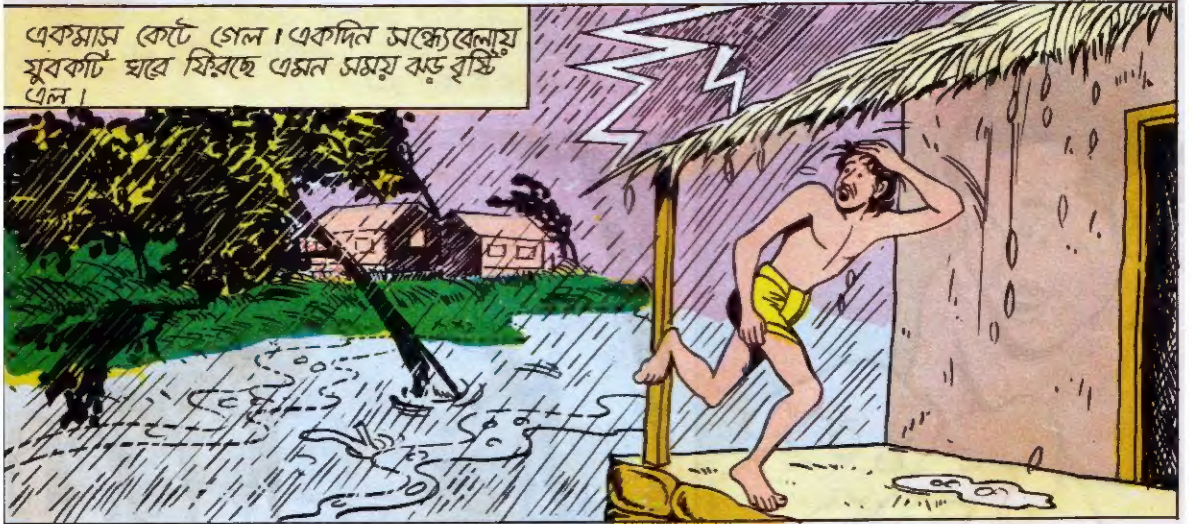
পরদিন সকালে যুবকটি রাজ-উদ্যানের মালীর কাছে গিয়ে বলল—

আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?

কী ভাবে? দেখছো কাল ঝড়ে উদ্যানের গাছপালাগুলো কী রকম শ্রী হারিয়েছে...

এই নাও—

আমাকে একটু গুড়!
আমাকেও।
তোমরা প্রত্যেকেই গুড় পাবে।

তোমরা আরও একটু গুড় খাবে?
খাবো! খাবো!

কিন্তু তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।
আমরা প্রস্তুত।
বলুন, কী করতে হবে!

তাহলে আমার সঙ্গে এসো।

যে ভাঙা গাছ, ডালপালা, পাতা পড়ে আছে তোমাদের সেগুলো বাগানের বাইরে এক জায়গায় জড়ো করতে হবে।
খুবই সহজ কাজ।
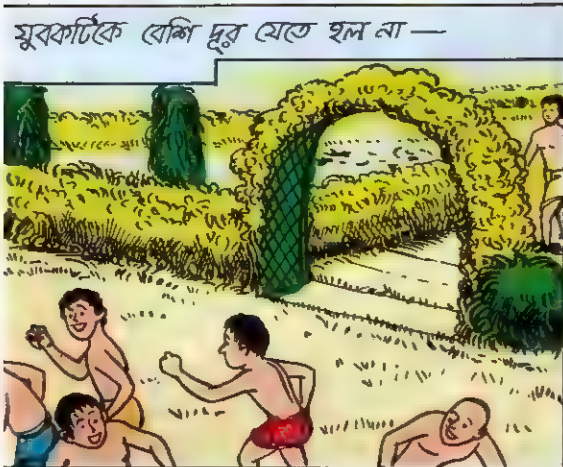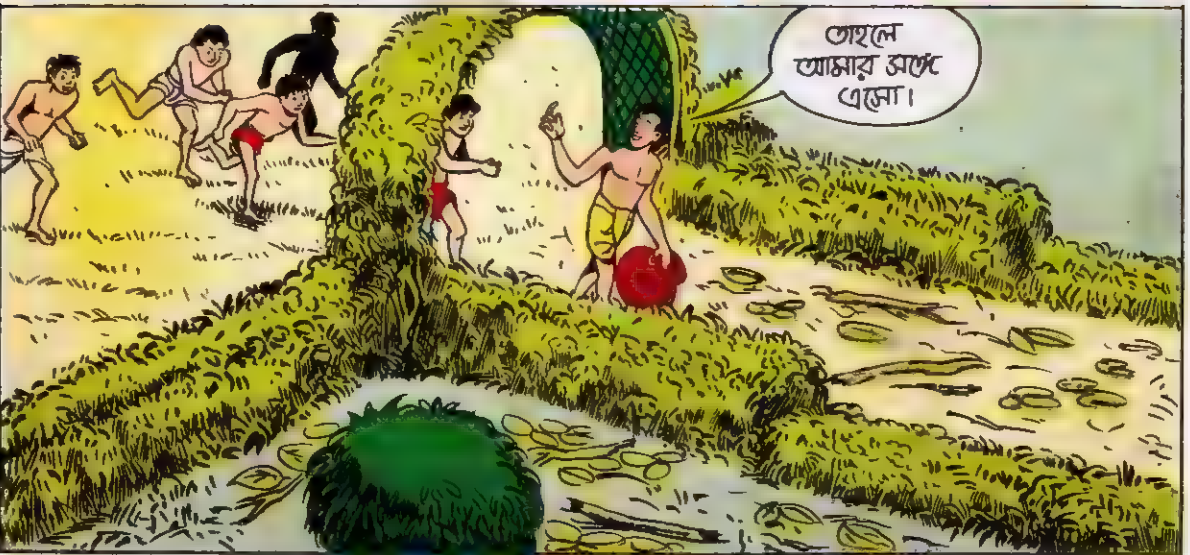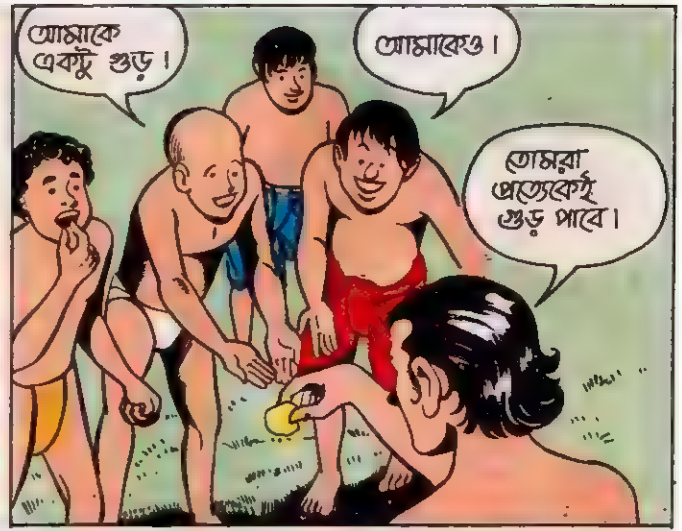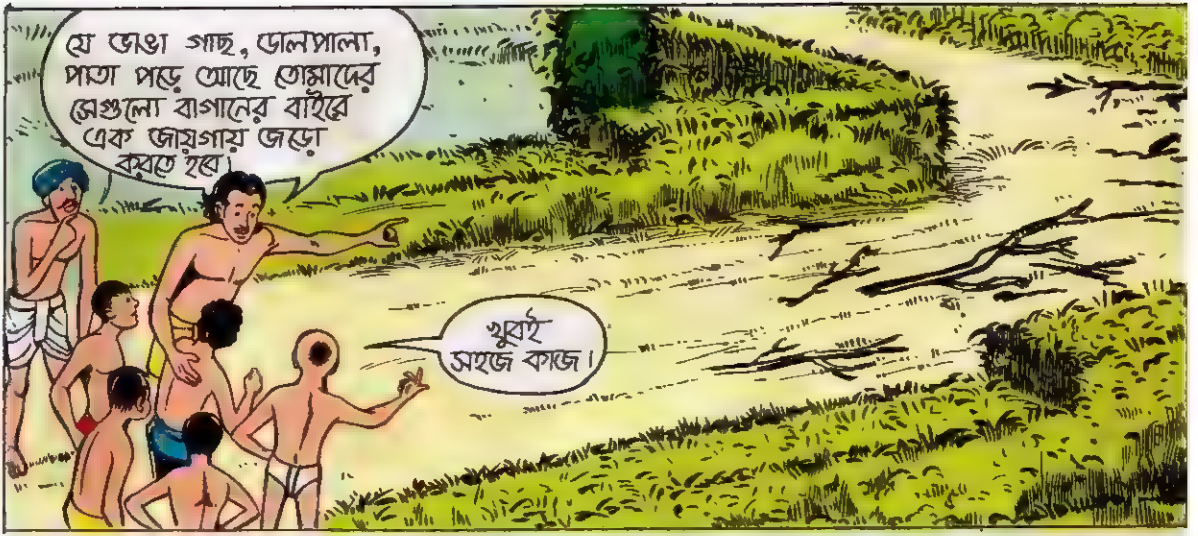
ছেলেরা মাটিতে পড়া ভাঙা গাছ, ডালপালা উঠিয়ে বাগানের বাইরে জড়ো করতে লাগল।
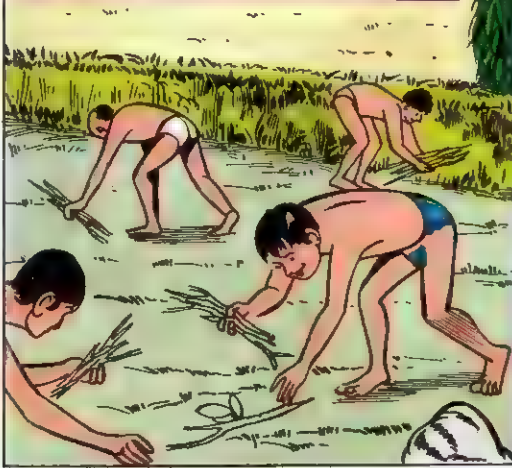
তারা রিলে পদ্ধতিতে জড়ো করার কাজটা চালাতে লাগল ...

... বাগানের বাইরে একটা জায়গায়।
সাবাস! তোমাদের কুড়নোর কাজের পুরস্কার — অতীব উপাদেয় গুড়!
ধন্যবাদ!
ধন্যবাদ!

যুবকটি ভাবতে লাগল এর পর সে কী করবে...

... এক কুমোর সেই পথে যেতে যেতে গোরুর গাড়ি থামাল।
ওগুলো কী বিক্রির জন্যে?
হ্যাঁ।

ধরো, এই ষোলটা তাম্রমুদ্রা। এখন এগুলো গাড়িতে তুলতে যদি সাহায্য কর।
অবশ্যই!

রাজা আমাকে যে পাত্র-গুলোর ফরমাশ দিয়েছেন তা পুড়নোর কাজে এগুলো সাহায্য করবে।

এর পর যুবকটি কুমোরের সঙ্গে এক গাড়িতে যাত্রা করল।
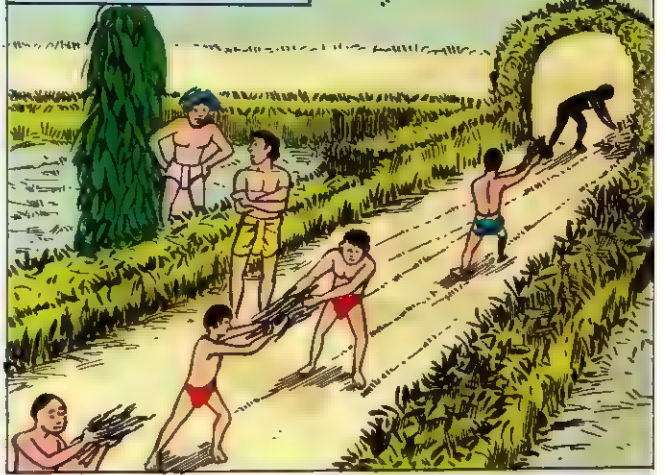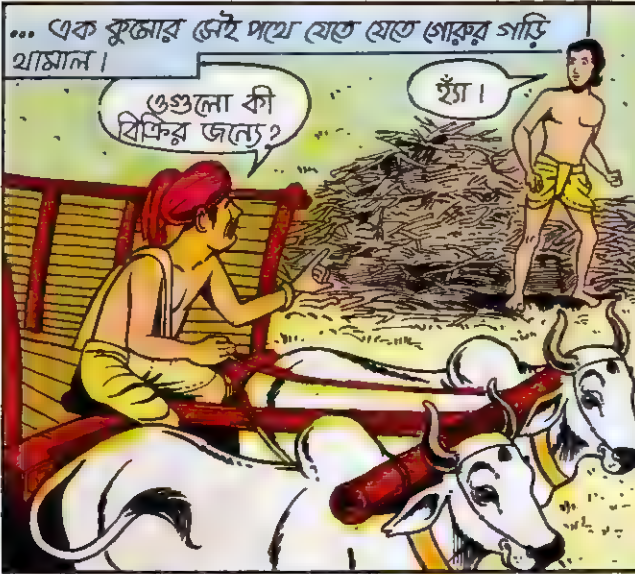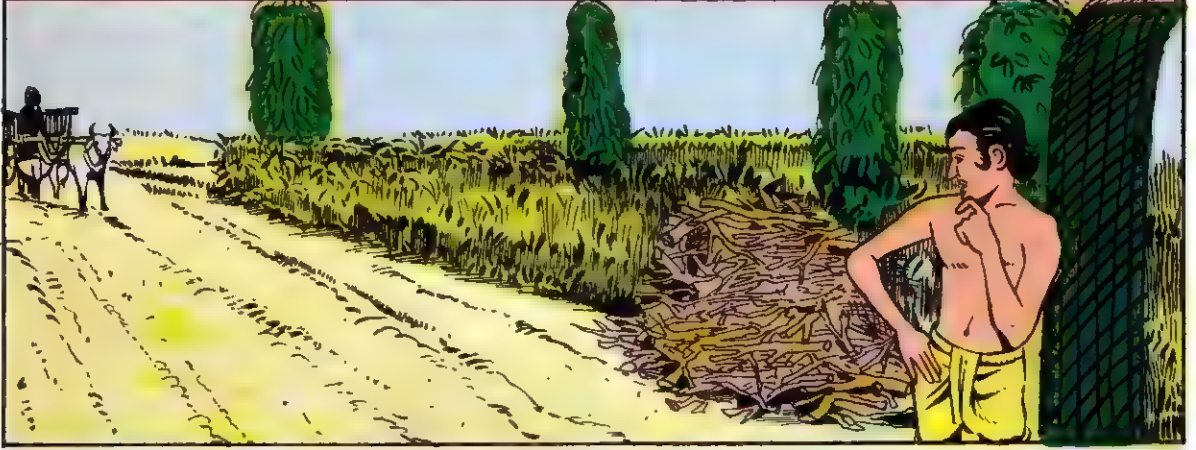
... বাজারেতে।
ঘোড়া - বিক্রেতা আগামীকাল আসছেন— তুমি শুনেছ?
হ্যাঁ। শুনেছি তিনি বিক্রির জন্যে পাঁচশ ঘোড়া নিয়ে আসছেন।

আঃ হা! খুব দামী খবর! খবরটা জানতে পারলুম বলে ধন্যবাদ।

যুবকটি তাড়াতাড়ি ঘাসকাটিয়েদের কাছে গেল।
আমি আপনাদের সাহায্য চাইতে এসেছি।
বলো, আমরা তোমার জন্যে কী করতে পারি।

আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে এক বাণ্ডিল ঘাস চাই।
আমরা এখানে পাঁচশ জন আছি। সুতরাং আজই রাত্তিরে পাঁচশ বাণ্ডিল ঘাস আমাদের কাছে পাবে।

আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন — আগামীকাল বিকেল পর্যন্ত আপনারা কারো কাছে একটা ঘাসও বিক্রি করবেন না।
তুমি আমাদের বন্ধু। তুমি যা বললে আমরা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করব।

সন্ধের পর—
দ্যাখো, আমরা তোমার কথা রেখেছি।
আপনাদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলুম।

পরদিন সকালে ঘোড়া-বিক্রেতা পাঁচশ ঘোড়া নিয়ে বারাণসী নগরের উপপ্রান্তে হাজির হলেন।
খুব অদ্ভুত ব্যাপার! আজ কোনো ঘাস বিক্রেতাই ঘাস বেচতে আসছে না।

ঘোড়া-বিক্রেতা বাজারে গেলেন।
বারাণসীতে একখণ্ড ঘাস নেই?

ঘাস-কাটিয়েরা কোথায় গেল? মাঠের দিকে একবার এগিয়ে দেখি।

অবশেষে! ওই, ওই তো ঘাস!

আপনি আমাকে ঘাস বিক্রি করবেন ? আমি আপনাকে উপযুক্ত দামই দেবো।
ঘাসগুলো আপনার মতন মানুষের কাছেই বিক্রির জন্য।

উত্তম। ঘাসগুলো গাড়িতে তোলার ব্যাপারে আমার লোকটিকে যদি সাহায্য করেন।

মশায়, এই হল মোট পাঁচশ বাণ্ডিল ঘাস।

এই নিন আপনার ঘাস বিক্রির দাম এক হাজার তাম্রমুদ্রা।

এক হাজার তাম্রমুদ্রা! আমি এ অর্থ সৎকাজে ব্যয় করব।

একদিন পরে—
আজ এই জায়গাটা এত নীরব কেন? কিছু ঘটেছে?
আগামীকাল যে বাণিজ্য-জাহাজ আসছে তারই জন্যে আজ প্রত্যেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জাহাজ... আগামীকাল বাণিজ্য-জাহাজ আসছে?

চকিতে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল—

সে নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ কিনল এবং রথ ভাড়া করতে গেল।
কাল অতি প্রভাতেই রথটা আমার বাড়ি পাঠাবে। ভাড়া বাবদ আগাম কিছু দিচ্ছি।

পরদিন প্রভাতে যুবকটি খুব সাজগোজ ক'রে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রথে বন্দর উপকূলে হাজির হল।
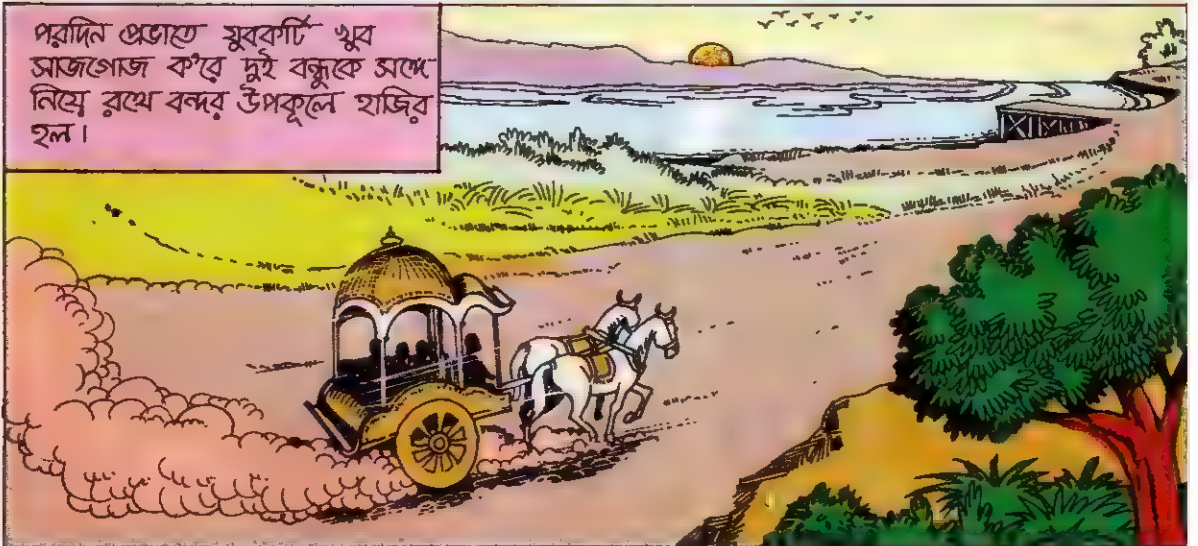
...এবং বিদেশী সওদাগরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করল।
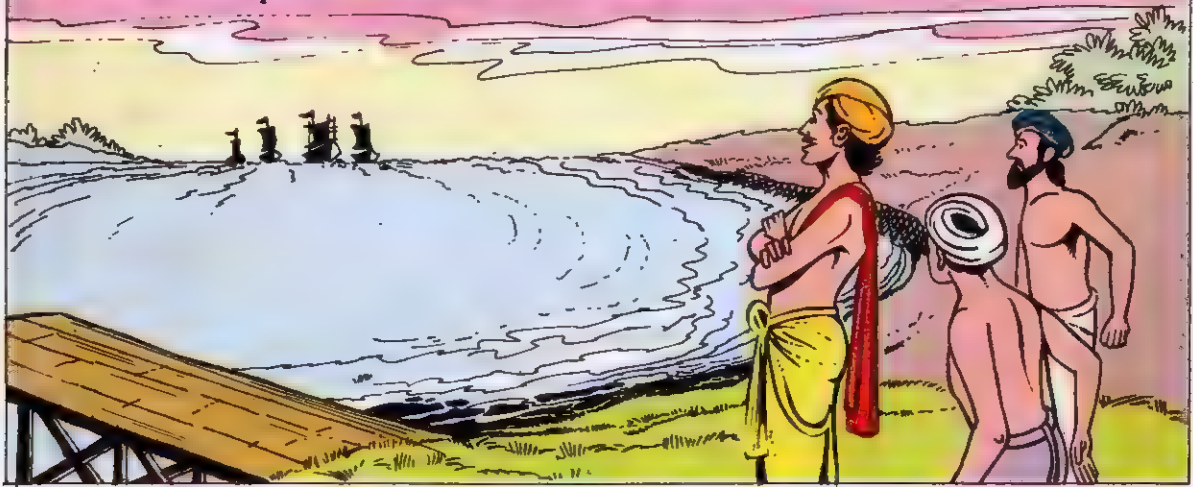
প্রকৃতপক্ষে যুবকটি ছিল বিদেশী সওদাগরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রথম ব্যক্তি।
মহাশয়, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য মনে করছি।
বারাণসীবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনার সব পণ্যসম্ভার আমি সওদা করতে চাই।
আপনার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক পাতানোকে আমি সুখ মনে করি।

সওদাগর যা দাম চাইলেন যুবকটি তাতে সম্মতি জানাল।
দাম পরিশোধের ব্যাপারে আমাকে যদি কিছু সময় দেন। এখন বন্ধক হিসেবে আমার আংটিটি আপনি গ্রহণ করুন।

এরপর যুবকটি তাবু টাঙিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।
শহরের সওদাগররা এলে যুবকটি তাঁদের স্বাগত জানাল।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে একশজন সওদাগর বন্দরে হাজির হলেন।
মহাশয়, আপনার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেন-দেনের ব্যাপারে এসেছি।

আমি দুঃখিত। আগেই আমার পণ্যসম্ভার বিক্রি ক'রে ফেলেছি।
সমস্ত পণ্যসম্ভার বিক্রি করেছেন? কাকে? কখন?

তাঁবুর ওই যুবক ব্যবসায়ীকে।

যুবকটি আমাদের দলের কেউ নয়।
আমরা নতুন কাউকে আমাদের ব্যবসায়ে ভিড়তে দেব না। আমাদের তাতে খুব ক্ষতি হবে।

দেখি, যুবকটি কী দাম চায়!
আমরা এমন দাম দিতে রাজী হব যে আমাদের ফেরাতে পারবে না।

ঠিক আছে। চলুন, এখুনি ওর বসতে যাওয়া যাক।

সুস্বাগতম। আপনারা ভেতরে আসুন।

ভদ্রমহোদয়গণ, ব্যাপার কী বলুন?
মহাশয়, আমরা প্রত্যেকেই জাহাজের পণ্য-সম্ভারের এক একটা অংশ কিনতে চাই।
আমরা প্রত্যেকেই এক হাজার করে স্বর্ণ-মুদ্রা দিতে ইচ্ছুক।

যখন একশজন সওদাগর এবং প্রত্যেকের এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা—তাহলে মোট এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা !

... অধিকন্তু আমরা আপনার অংশও কিনতে চাই।
না ! না !

আপনার অংশের জন্য আমরা প্রত্যেকেই আরও এক হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা দিতে ইচ্ছুক।
তাহলে আরও একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা !

ব্যবসায়ের লেন-দেন চুকিয়ে যুবকটি বাড়ির পথে রওনা হল—
বিদেশী সওদাগরকে তার পণ্যসম্ভারের দাম চুকিয়েও আমার হাতে মোটা রকমের অর্থ থাকবে। কোষাধ্যক্ষের বুদ্ধির ফলেই আমি আজ এত অর্থের অধিকারী !

যুবকটি কোষাধ্যক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে প্রাপ্ত অর্থের অর্ধেক সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে গেল।
মহাশয়, গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ আপনি যদি এই প্রণামী গ্রহণ করেন।
গুরু-দক্ষিণা !

তোমাকে তো আগে কখনও দেখি নি। আর তোমাকে কখনো শিক্ষা দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না।
হ্যাঁ। আপনি আমায় শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার কাছে শিক্ষালাভের মাত্র চার মাসের ভেতর আমি বিরাট অঙ্কের অর্থের অধিকারী হয়েছি।

যুবকটি একটা ইঁদুর থেকে কী ভাবে ধীরে ধীরে বিরাট অঙ্কের অর্থের অধিকারী হয়েছে কোষাধ্যক্ষকে সবিস্তারে জানাল—
এই যুবক অসাধারণ চতুর। একেই আমি আমার জামাই করব।

কোষাধ্যক্ষ তাঁর কন্যাকে যুবকটির হাতেই সম্প্রদান করলেন এবং তাকে তাঁর সব সম্পত্তি দান করলেন।
কাজে যে কোনো রকম দ্বিধা না করে এগিয়ে যায় ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতিই প্রসন্না হন। জীবনে তুমি আরও আরও সাফল্যলাভ কর।

অমূল্য সম্পদ

কোনও সময়ে বারাণসীতে এক জলবাহী বাস করত।

কঠোর পরিশ্রম করেও তার দুবেলা খাবার মতন অর্থ জুটত না।

যাই হোক, একদিন সে সামান্য বাড়তি পয়সা উপার্জন করল।
এক পয়সা!

পয়সাটা কোথায় লুকিয়ে রাখি!

এই ইটগুলোর একটার পেছনে লুকিয়ে রাখাই নিরাপদ।

মৃদু আঘাতে সে ইট খসাতে শুরু করল।
মনে হচ্ছে একটা আলগা ইট পাওয়া গেছে!

ইটখানা ছিল উত্তর দিকের প্রবেশ পথের বাঁ দিকের প্রথম ইট...

..এবং মাটি থেকে ওপর দিকে দশম ইট।

খুব সহজেই জায়গাটা মনে রাখা যাবে।
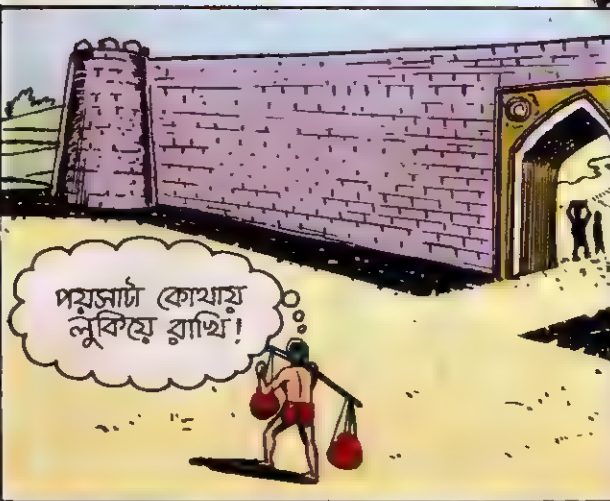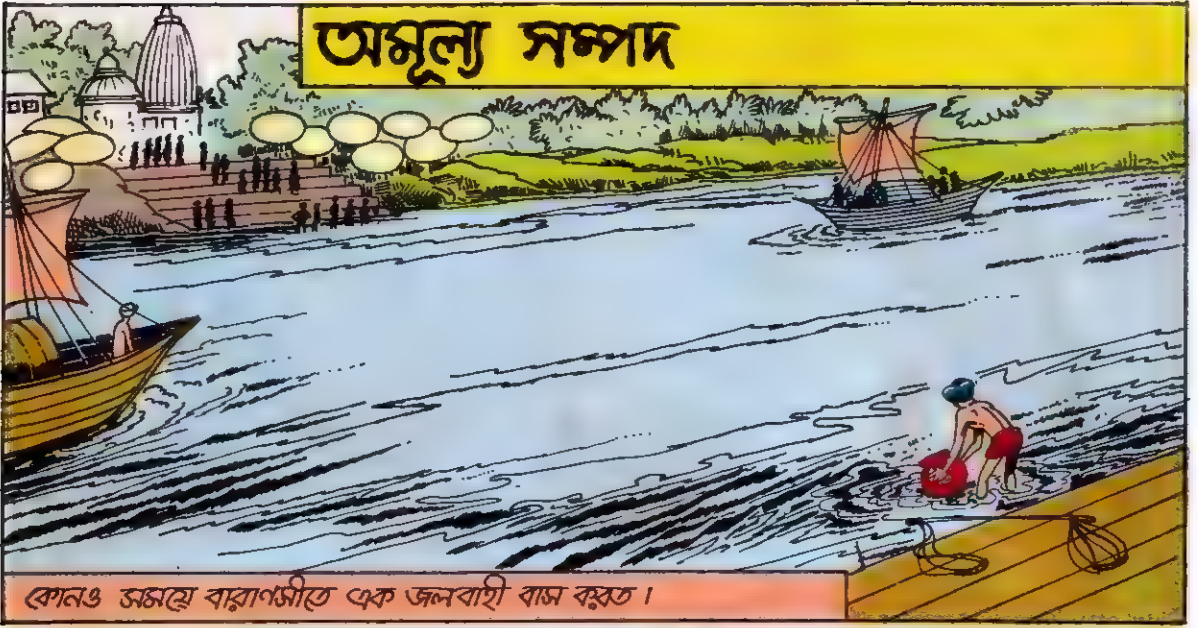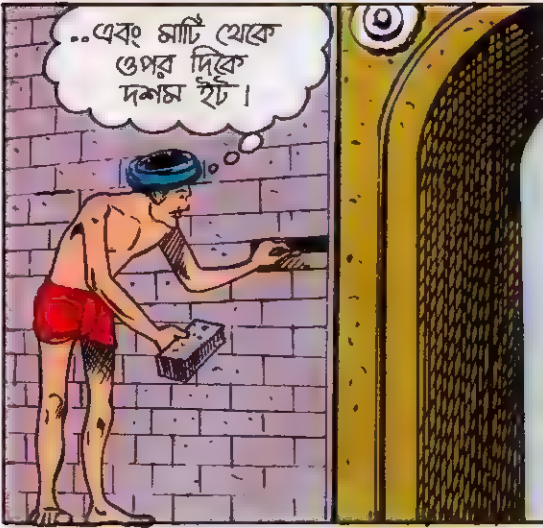
জীবনে এই প্রথম তার আয়ের থেকে সামান্য বেশি আয় সে করেছিল। এর আগে তার বরাতে বাড়তি রোজগার কখনো ঘটে নি।
আঃ! কী নিরাপদেই না আমার ধন ওখানে রয়েছে। আমি নিজেকে ধনী ভাবতে পারি!

বছরের পর বছর কাটল। ইতোমধ্যে সে একজন জলবাহী নারীকে বিবাহ করে শহরের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথের কাছেই একটা কুটীরে বাস করে। একদিন অপরাহ্নে ...
আজ সন্ধেবেলায় শহরের মেলায় যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমাদের তো অর্থ নেই।
কে বলল আমাদের অর্থ নেই। একটা নিরাপদ জায়গায় আমার একটা পয়সা লুকনো আছে।
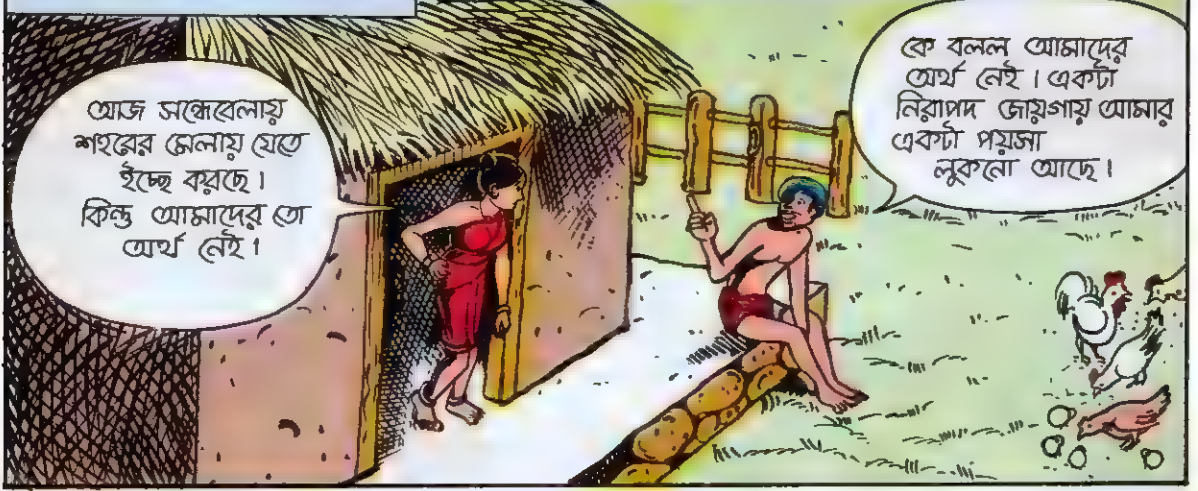
আমারও একটা বাড়তি পয়সা আছে। তোমার জমানো পয়সাটা নিয়ে এলে মেলায় খুব মজা করা যাবে।

আমি এখনই গিয়ে লুকনো পয়সাটা নিয়ে আসছি।

তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু!
আচ্ছা, আচ্ছা। আমি শিগগীরই ফিরে আসছি।
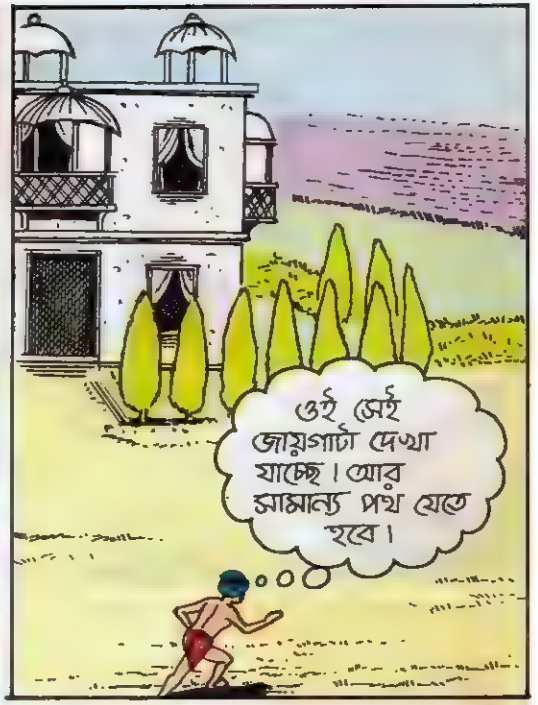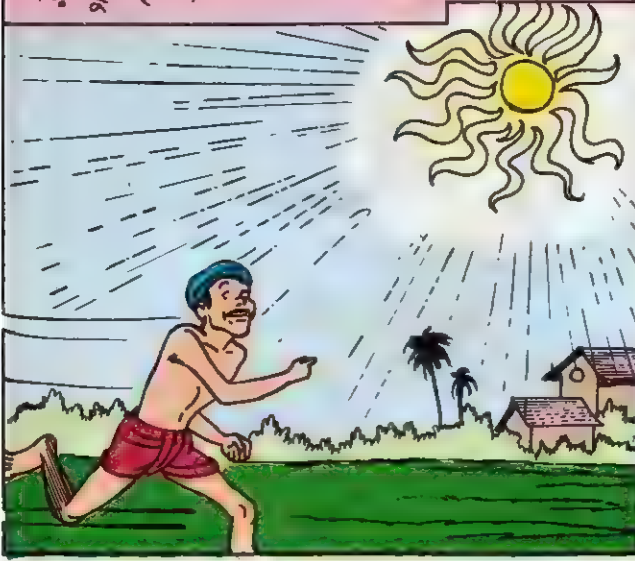
রাজা উদয় প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি জলবাহীকে দেখলেন।

আশ্চর্য, এই দুরন্ত দুপুরে লোকটা গান গাইতে গাইতে কোথায় ছুটে চলেছে!

রাজা উদয় জলবাহীকে আনার জন্য লোক পাঠালেন —
এই, দাঁড়া।
আমাকে ছেড়ে দাও।
রাজামশায়, তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। আয়—
আমার খুব জরুরী কাজ আছে। রাজামশায়ের কাছে এখন আমি যেতে পারব না...
কী বোকা! রাজামশায় তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন— তুই যাবি না?
প্রহরীরা রাজার কাছে জলবাহীকে নিয়ে যাবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করল।

এখন পৃথিবী সূর্যের তাপে জ্বলছে আর তুই গান গাইতে গাইতে ছুটছিস। তোর পা পুড়ে যাচ্ছে না?

সূর্যের তাপ নয়—আমার আকাঙ্ক্ষাই আমাকে পুড়িয়ে মারছে।
তোর আকাঙ্ক্ষা কী?

দেয়ালে ইটের আড়ালে আমার যে সম্পদ লুকনো আছে তা দিয়ে স্ত্রীকে খুশি করাই আমার আকাঙ্ক্ষা।

তোর নিশ্চয় অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে? তাই দুপুরের জ্বলন্ত সূর্যের তাপ তুচ্ছ ক'রে তুই ছুটছিস।
মহারাজ, এমন কিছু অর্থ নয়।

দশ হাজার? পঞ্চাশ হাজার?
না মহারাজ, অত অর্থ আমার কাছে স্বপ্ন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন : দশ, পঞ্চাশ, একশ, হাজার... স্বর্ণমুদ্রা। জলবাহী শুধু 'না' বলে মাথা নাড়াল —
না, না— অত নয়!
তা হলে কত?

মহারাজ, মাত্র একটা পয়সা।

একটা পয়সা!

হ্যাঁ। ওই দিয়ে আমি অনেক জিনিস কিনে স্ত্রীকে খুশি করব।
সামান্য একটা পয়সার জন্যে আর তোকে ছুটে যেতে হবে না। আমি দিচ্ছি।

এই নে। এটা নিয়ে ঘরে ফিরে যা।
আপনি দয়া ক'রে যা দিচ্ছেন আমি নেবো, কিন্তু আমাকে লুকনো পয়সাটা নিতেই হবে।

একটা পয়সার জন্যে এত কষ্ট করতে হবে না। আমি তোকে দুটো পয়সা দিচ্ছি।
আপনার দেওয়া দুটো পয়সা আমি মাথা পেতে নেবো, কিন্তু আমার লুকনো পয়সাটা নিতেই হবে।

আমি তোকে দশটা পয়সা দিচ্ছি। তুই ঘরে ফিরে যা।
আপনার দশটা পয়সা আমি নেবো, কিন্তু লুকনো পয়সাটা নিতেই হবে।

একটা পয়সার জন্যে লোকটার এত টান! একটা পয়সার জন্যে লোকটা কোথা থেকে কোথায় ছুটে চলেছে!

রাজা দানের অঙ্ক বাড়িয়ে দিলেন।
আমি তোকে একশ পয়সা দেবো।

হাজার!

দশ হাজার!

মহারাজ, আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার লুকনো পয়সাটা নিতেই হবে।
জেদী লোকটাকে ওই একটা পয়সার টান থেকে ফেরাবার কী আর কোনো উপায় নেই?

হতাশ রাজা দানের অঙ্ক আরো আরো বাড়ালেন। কিন্তু জলবাহী তবুও তার লক্ষ্য থেকে টললো না। অবশেষে —
তুই যদি ওই পয়সাটার কথা ভুলে যাস তাহলে আমি আমার রাজ্যের অর্ধেকটা তোকে দান করব।
আমি রাজী।

তোর মত পাল্টানোর জন্যে আমি খুব খুশি।

রাজা রাজসভার অধিবেশন ডেকে জলবাহীকে তাঁর রাজ্যের অর্ধেক দান করলেন।
রাজা জলবাহীকে এবার বললেন, সে তাঁর রাজ্যের কোন অর্ধেক অংশ নিতে চায়।

জলবাহী এক সেকেণ্ড চিন্তা করল।

আপনার রাজ্যের উত্তর অংশ পেতে চাই।
তুমি আবার সফল !
জলবাহী রাজার কাছে দান স্বরূপ শুধু রাজ্যের অর্ধেক অংশের অধিকার লাভ করল না, উত্তর দিকের প্রবেশ পথের দেয়ালে তার যে পয়সাটা লুকনো ছিল তারও অধিকারী হল।

অমর
চিত্র
কথা
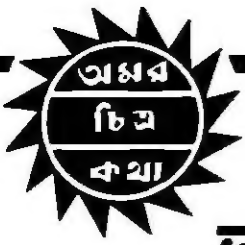
তোমাদের মনের মতো রঙীন বই
অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্‌রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

গীতা

প্রতিখণ্ড ৩.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay